১০। ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছা-স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পিনোজার মতবাদ (Spinoza's conception of conatus and Freedom) :

বেনেডিক্ট স্পিনোজার নীতিবিজ্ঞান তাঁর সত্য সম্বন্ধীয় মতবাদ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে উদ্ভূত হয়েছে। বলতে গেলে স্পিনোজার নীতিবিদ্যা তাঁর বিশ্বতত্ত্ব বা অধিবিদ্যারই ফলশ্রুতি। সমগ্র বিশ্বের চরম সত্তার জ্ঞানলাভের মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায়। স্পিনোজার মতে, নীতিশাস্ত্র জ্ঞানপ্রধান, অসীম দ্রব্য ঈশ্বরকে জানার মধ্যেই মুক্তি ও মঙ্গল নিহিত। মানুষের জ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তার নৈতিক জীবনের বিকাশ ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। Mode বা প্রত্যংশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্পিনোজা বলেছেন মানুষ সসীম প্রাণী, অর্থাৎ মানুষ পরম দ্রব্যের একটি প্রত্যংশ। প্রতিটি সসীম বস্তুই একটি অনন্ত অবিনশ্বর কার্যকারণ নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই হিসাবে বিচার করলে মানুষও অশেষ, সর্বপরিব্যাপ্ত কার্যকারণ নীতির বিচারাধীন। মানুষের মধ্যেই এই নিয়ন্ত্রণ বা determination আছে স্বীকার করলেও স্পিনোজা কিন্তু তাঁর দর্শনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিয়েছেন। স্পিনোজার মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটি নীতি যা প্রকৃতিতে মৌলিক নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্পিনোজা বলেন প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। স্পিনোজা এই স্বাভাবিক প্রবণতার নাম দিয়েছেন "Conatus"। Conatus এমন একটি শক্তি, যা সত্তার বিস্তৃতিকেও বর্ধিত করবার শক্তি রাখে। স্পিনোজা মনে করেন যে বাহিরের কোন কারণকে মেনে না নিলে প্রমাণ করা যাবে না যে বিশেষ বিশেষ অস্তিত্বগুলি দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ নির্ধারিত প্রত্যংশ। "Conatus" বলতে স্পিনোজা যা বোঝেন তা শুধু শক্তিই নয়, স্পিনোজার Conatus প্রগতিশীল এবং উৎপাদনশীল। প্রাণীর মধ্যে জীবনধারণের যে প্রবৃত্তি বা বাসনা আছে, অমূর্ত অবস্থায় তারই নামান্তর হল "Conatus"।

আপতদৃষ্টিতে স্পিনোজার দর্শনে Conatus-এর ব্যবহার আত্মবিরোধী বলে মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ইচ্ছাশক্তিকে বোধি বা বুদ্ধির সঙ্গে এক করেছেন। স্পিনোজার মতবাদ স্পষ্ট অনুধাবন করতে হলে তাকে ডেকার্টের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। স্পিনোজা বোধ ও ইচ্ছাকে সমন্বিত করেছেন, কিন্তু ডেকার্ট দুটি পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইচ্ছাশক্তি বলতে ডেকার্ট বুঝিয়েছিলেন আদর্শকে লাভ করবার শক্তিকে। তিনি ইচ্ছাকে বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বলেছিলেন যে বুদ্ধির দ্বারা আদর্শের জ্ঞান লাভ করা যায় না, কিন্তু ইচ্ছার দ্বারা আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য দিকে স্পিনোজা মনে করেন যে আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং আদর্শকে বিচার করবার শক্তি দুটি পৃথক কার্য নয়, জ্ঞান লাভ করবার মধ্যে ইচ্ছার

অনবস্থিতি আছে একথা স্পিনোজা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁর মতে বোধি এবং ইচ্ছা একই পর্যায়ের দুটি ক্রিয়া মাত্র।

স্পিনোজার দর্শন সম্যকভাবে আলোচনা করলে এই 'Paradox' পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়। বলা হয় যে, জ্ঞানকে ঐচ্ছিক বা সক্রিয় বললে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু স্পিনোজা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি অবধারণই ইচ্ছার ফলশ্রুতি এবং প্রতিটি প্রেষণাই ক্রিয়াশীল। এককথায় বললে বলতে হয় যে, সমস্ত উপাদান অর্থাৎ মনের সমস্ত রকম আচরণই Conatus বা ইচ্ছার বিভিন্ন রূপ। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের মধ্যে রক্ষিত আছে, মানুষের Conatus বা আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রকৃতির এই সাধারণ প্রবৃত্তিরই অংশবিশেষ। মানুষ Conatus-এর মধ্য দিয়ে কোন বিষয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চায় এবং পাবার প্রচেষ্টা করে, এই বিষয়টি লাভ করলে মানুষ পরিতৃপ্ত হয় এবং শান্তিলাভ করে। যে বিষয় মানুষকে প্রশান্ত করে, বাসনার সেই বিষয়টিই 'ভাল'। কোন বিষয়কে লাভ করবার ফলে মানুষের মধ্যে যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তা আনন্দময়। মানুষকে অভিভূত করে যে শক্তি, স্পিনোজার ভাষায়, তাই হল 'Conatus'। বস্তুকে লাভ করবার আনন্দ থেকেই বাসনার পুনর্জন্ম হয় এবং সেটিকে সদর্পে নিয়ন্ত্রিত করাই বিবেক বা শুভবুদ্ধির কাজ।

মানুষের মধ্যে যে নীতি কার্য ক'রে মানুষকে আত্মসন্ধানী ক'রে তোলে এবং তাকে আত্মোপলব্ধি করতে সাহায্য করে সেই নীতিই হল ধর্ম। এই নীতিকেই স্পিনোজা বলেছেন Conatus। আত্মোপলব্ধি যখন যুক্তির পরাকাষ্ঠায় বিচার্য হয় তখন তা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে পরিণত হয়। ধর্মই Conatus, ধর্মের ফলশ্রুতি Conatus নয়। জীববিদ্যার ক্ষেত্রেই স্পিনোজা Conatus-এর গুরুত্ব দেখিয়েছেন। স্পিনোজা বলেন আত্মরক্ষণের ব্যবহারিক প্রকাশ হল বাসনা। জীবদেহের বিভিন্ন বিন্দু সমন্বয় সমন্ধীয় যে চেতনা এবং দেহের সহিত মনের সমন্বয়ের যে চেতনা, তাই Conatus। Conatus-কে বাসনার সঙ্গে এক বলে মনে করা হয়। মানুষের যে বাসনা তাকে সমন্বিত এবং সংরক্ষিত করে সেই বাসনাই Conatus। ব্যক্তি ঐক্যের মধ্য দিয়েই তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। যদিও ব্যক্তির মধ্যে প্রচুর বৈপরীত্য আছে, তবুও শুধু ঐক্যই মানুষের অস্তিত্ব নির্ণয় করে থাকে।

বলা যায় যে অধিবিদ্যার নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে স্পিনোজা একেশ্বরবাদ সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জগতে সমস্ত কিছুই আবশ্যিক এবং সুশৃঙ্খলিত নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল এবং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। **কিন্তু Conatus বলতে স্পিনোজা যা বুঝিয়েছেন তা এই আবশ্যিকতার বা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী।** স্পিনোজা দ্রব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা আত্মনির্ভর বা আত্মজ্ঞানী তাই দ্রব্য। দ্রব্যের অস্তিত্ব অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু দ্রব্যের অস্তিত্বের উপর অন্য সমস্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। দর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ কঠিন আবশ্যিকতা মানলেও

স্পিনোজা বিশ্বাস করেন যে মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে এবং প্রাকৃতিক নীতি অনুসারে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করতে পারে।

সমালোচনা : স্পিনোজার এই বক্তব্যের কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। স্পিনোজা অবশ্য বলবেন যে, এই পরস্পর বিরোধিতা শুধু প্রতিভাস, এটি প্রকৃত নয়। ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান এবং শক্তি সমস্ত কিছুর কারণ হতে পারে। জগতে সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ, যদিও বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতার মাত্রা বিভিন্ন। সুতরাং সত্যের মাত্রা আছে এবং সম্পূর্ণতার বৈষম্য আছে। প্রকৃতি একটি সমগ্রতা, যেখানে সম্পূর্ণতার মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন বস্তু বিরাজ করে। জগৎ সম্পূর্ণ এই অর্থে যে, জগতে তথা ব্রহ্মান্ডে পরিপূর্ণতার অভাব নেই। ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সসীমতা লক্ষ্য করা যায় বা ত্রুটী লক্ষ্য করা যায় তা সমগ্রের সম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। অধর্ম এবং জটিলতা বাদ দিলে সমগ্রতার সম্পূর্ণ অর্থ অনুধাবন করা যাবে না। সুতরাং জগতের পরিমাণগত পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করে স্পিনোজা তাঁর Conatus-এর যুক্তি স্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে মানুষের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সে স্বাধীনতা সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা নয়।

এই হিসাবে বিচার করলে বলা যায় যে স্পিনোজার Ethics প্রকৃত অর্থে Ethics নয়, 'Ethics' শব্দের ব্যবহার মাত্র। কারণ 'Freedom' বলতে সাধারণ অর্থ ছাড়াও অন্য কি অর্থ হতে পারে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কি করে সর্বগ্রাসী সমগ্রতা থেকে বৈপরীত্যের উদ্ভব হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি বলেই, স্পিনোজার মধ্যে বিরোধিতা লক্ষিত হয়। স্পিনোজা বুঝাতে পারেন নি কি করে ব্যক্তি বিশেষ সমগ্রতার অংশ হয়েও তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে। সুতরাং স্পিনোজার দর্শন ত্রুটিমুক্ত নয়।

সাম্প্রতিক সমবিশ্ব — H. Y. P-172